দৈনিক সংবাদ

MAR. 05 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সরেজমিন ❑ গাজিপুরের ৩টি কেন্দ্র

ভেতরে মহোৎসব, বাইরে থেকে পরীক্ষার্থীকে নকল দিচ্ছে বাবা-মা-বন্ধু ও পুলিশ

মাহবুব মতিন, গাজিপুর থেকে ফিরে ঃ হলের ভেতরে পরীক্ষার্থীরা নকল করছে। তাদের নকল সরবরাহ করছে মা, বাবা, বড় ভাই, ভাবি, বোন অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ধুরা। এ ব্যাপারে সহায়তা করছে কর্তব্যরত শিক্ষক, পুলিশ, চিকিৎসক এবং স্থানীয় ছাত্রনেতারা। অবস্থা দেখে মনে হয়েছে, যেন পরীক্ষা চলছে না, চলছে নকলের মহোৎসব।

গতকাল শনিবার এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে গাজিপুরের ৩টি পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে এ দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। ২টি কেন্দ্রে আইনের কোন প্রয়োগই ছিল না। কেন্দ্রগুলোতে সাংবাদিক প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ।

গাজিপুরের কাপাসিয়া থানার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে নকল হয়েছে পুলিশের সহায়তায়। পুলিশ নিজেই পরীক্ষার্থীকে নকল সরবরাহ করেছে।

এ কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরুর ২০ মিনিটের মধ্যেই প্রশ্নপত্র বাইরে চলে আসে এক ছাত্রনেতার মাধ্যমে। নকল সরবরাহকারী মিতা এবং তার বন্ধুরা জানায়, ওই ছাত্রনেতা সম্পর্কে তাদের 'পাড়াতুতো ভাই'। ফলে তাদের প্রশ্নের সবগুলো উত্তর লিখে পরীক্ষার্থিনীকে পৌঁছাতে কোন বেগ পেতে হয়নি।

কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের অংশে শহরের প্রধান সড়ক। নকল সরবরাহকারীদের ভিড়ে এ সড়কে যান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলের এ অংশের সবগুলো জানালা ছিল নকল সরবরাহকারীদের দখলে। একজন মাত্র পুলিশ এখানে ১৪৪ ধারা বজায় রাখার কাজে নিয়োজিত ছিল। মাঝে কিছু সময়ের জন্য কাপাসিয়া থানার ওসি এখানে দায়িত্ব পালন করেন। পরে নকল সরবরাহকারীদের দৌরাত্ম্যে টিকতে না পেরে রনে ভঙ্গ দেন।

স্কুলের পেছন অংশে কর্তব্যরত ৩ জন কনস্টেবলের একজনের কাজ ছিল নকল পরীক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে দেয়া। এজন্য সে প্রতিটি উত্তরের জন্য ৫ টাকা করে আদায় করে।

স্কুলের ভেতরে দু ছাত্রনেতা মেজবাহ এবং বকুলকে নকল সরবরাহে অতি তৎপর দেখা গেছে। বকুল 'সংবাদ' প্রতিনিধির কাছে কাপাসিয়ার অন্য এক স্কুলের শিক্ষক বলে নিজেকে পরিচয় দেন। 'হানিফ ডাক্তার' নামে জনৈক দাঁতের ডাক্তার নকল সরবরাহে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। তিনিও 'সংবাদ' প্রতিনিধির কাছে নিজেকে অন্য এক স্কুলের শিক্ষক বলে পরিচয় দেন।

নকলের ছবি তুলতে গেলে নকল সরবরাহকারীরা বাধা দেয়। এক পরীক্ষার্থীর মা 'সংবাদ'-এর আলোকচিত্রীকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন। 'বাবা, আমার ছেলের সর্বনাশ করো না।'

পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাধে নকল হচ্ছে এবং এর প্রতিকারে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন জানতে চাইলে কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কাপাসিয়া থানার নির্বাহী কর্মকর্তা শফিউদ্দৌলা, থানার ওসি শহিদুল এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিরাজউদ্দিন আহমেদ 'সংবাদ' প্রতিনিধির সাথে দুর্ব্যবহার করেন। তাদের চোখের সামনে দেদারসে নকল চললেও তারা বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেন।

এ কেন্দ্রে 'সংবাদ' প্রতিনিধিদের ঢোকার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। প্রধান ফটকে কর্তব্যরত স্কুলের প্রহরী এবং পুলিশ কনস্টেবলকে বলে দেয়া হয়, কোন সাংবাদিক যেন ঢুকতে না পারে।

'সংবাদ' প্রতিনিধি স্কুলের পেছন দিয়ে ঢুকলে সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ তাদের নকল সরবরাহকারী ভেবে কোন রকম বাধা প্রদান থেকে বিরত থাকে।

গাজিপুরের সালনা স্কুল কেন্দ্রেও অবাধে নকল চলেছে। স্কুলের পেছন অংশ ছিল নকল সরেজমিন ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

সরেজমিন ঃ পরীক্ষা কেন্দ্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরবরাহকারীদের দখলে। এ অংশ থেকে নকল সরবরাহ হয়েছে।

ভাওয়াল-মির্জাপুর হাজী জমিরউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে চারদিকে উঁচু বাউন্ডারি দেয়াল থাকায় এখানে বাইরে থেকে কোনরকম নকল সরবরাহ হয়নি। তবে বাইরে অপেক্ষমাণ এক অভিভাবক আনোয়ার এ প্রতিনিধির কাছে বলেন, ভেতরে নকল চলছে।

এ কেন্দ্রে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট শরীফুল ইসলাম সাংবাদিকদের পরীক্ষার হলে প্রবেশে বাধা দেন।

কাপাসিয়ার ধলাদিয়ার বাসিন্দা রাজ্জাক ও জোড়দিঘির মাকসুদ জানান, কাপাসিয়ার ৭টি কেন্দ্রেই মূলত কোন পরীক্ষা হচ্ছে না। পরীক্ষার নামে এখানে চলছে নকলের মহোৎসব। আর তা প্রশাসনের চোখের সামনেই।